ইত্তেফাক

১৪।১।৮২

066

বিভিন্ন স্থানে ১১৪৫টি প্রাথমিক শিক্ষক পদ শূন্য

নোয়াখালী জেলায় ৫৭৬, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমায় ৩৭৮ এবং গাজীপুর মহকুমায় ১৯০টি প্রাথমিক শিক্ষক পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রহিয়াছে।

নোয়াখালী হইতে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ পাঁচশত ৭৬ জন শিক্ষকের পদ খালি রহিয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে মাত্র এক অথবা দুইজন শিক্ষক কাজ করিতেছেন। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হইয়া থাকে। ইহাছাড়া বিভিন্ন সময় ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় তিনশত প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের অপেক্ষায় রহিয়াছে। বহু স্কুলে প্রয়োজনীয় বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মেঝেতে বসিয়া লেখাপড়া করিতে হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া (কুমিল্লা) হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানান, গত তিন বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার বিভিন্ন থানার প্রাথমিক শিক্ষকের তিন শত ৭৮টি পদ শূন্য রহিয়াছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট অফিস সূত্রে জানা গিয়াছে। ফলে মহকুমার প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। সূত্রটি জানায়, গত ১৬ই অক্টোবর ১৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার একটি প্যানেল অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো সত্ত্বেও ২৮শে ডিসেম্বর শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উহা অনুমোদন লাভ করিয়া আসে নাই। উক্ত সূত্রে আরও জানা যায়, '৮১ সালের জানুয়ারী হইতে মহকুমায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, মহকুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ১২ হইতে ১৫ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে আরও অধিক সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

গাজীপুর (ঢাকা) হইতে ইত্তেফাক সংবাদদাতা জানান, ১৯৭৮ সাল হইতে গাজীপুর মহকুমার ৬টি থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সহকারী শিক্ষকের একশত ৬০টি এবং প্রধান শিক্ষকের ৩০টি পদ শূন্য রহিয়াছে। শিক্ষকের অভাবে পাঠাদান বিঘ্নিত হওয়ায় কোন কোন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। জয়দেবপুর থানার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র এক অথবা দুইজন শিক্ষক রহিয়াছেন। ইহাছাড়া কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় টুল, বেঞ্চ, বেড়া, ব্লাকবোর্ড ইত্যাদি নাই। ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শিক্ষা অফিসার জানান, শিক্ষকদের বদলী, অবসরগ্রহণ ও মৃত্যুজনিত কারণে পদগুলি শূন্য হয়, তন্মধ্যে প্রধান শিক্ষকের পদগুলি এক বৎসর যাবৎ শূন্য।